

তৃতীয় অধ্যায় ধম্মপদটীকথা দেবদত্তসু বথু (১)

“অনিব্বাসাবো”তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো রাজগহে দেবদত্তসু কাসাবলাভং আরব্ধ কথেসি।

একস্মিৎ সময়ে ধ্বে অগ্গসাবকা পঞ্চসত্তে পঞ্চসত্তে অন্তনো পরিবারে আদায় সথারং আপুচ্ছিত্ত্বা জেতবনতো রাজগহং অগমংসু। রাজগহবাসিনো ধ্বেপি তথোপি বহুপি একতো হুত্বা আগত্বক দানং অদংসু। অথেক দিবসং আয়স্মা সারিপুত্তো অনুমোদনং করোন্তো “উপাসকা, একো সযং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টাণে ভোগসম্পদং লভতি, নো পরিবার সম্পদং।”

“একো পরং সমাদপেতি সযং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টাণে পরিবার সম্পদং লভতি; নো ভোগসম্পদং। একো সযম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিব্বত্তট্টাণে কঙ্কিকমত্তম্পি কুচ্ছিপূরং ন লভতি; অনাত্থো হোতি নিম্পচ্ছাযো। একো সযম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বত্ত নিব্বত্তট্টাণে অন্তভাবসত্তেপি অন্তভাব সহসসেপি অন্তভাব সত সহসসেপি ভোগসম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধম্মং দেসেসি।

তমকো পণ্ডিতপুরিসো সুত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো ধম্মদেসনা, সুকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং দ্বিনুং সম্পত্তিনং নিপ্ফাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভত্তে, ধ্বে মযং ভিক্ষং গণহথা”তি থেরং নিমন্তেসি।

“কিন্তকেহি তে ভিক্ষুহি অথো উপাসকা”তি?

“কিন্তকা পন বো ভত্তে, পরিবারা”তি?

“সহসসমত্তা উপাসকা”তি।

“সক্বে’ব সন্ধিং ধ্বে ভিক্ষং গণহথা ভত্তে”তি।

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো নগরবীথিযং চরন্তো— “অম্প, তাত, ময়া ভিক্ষুসহসসং নিমন্তিতং, তুম্হে কিন্তকানং ভিক্ষুনং ভিক্ষং দাতুং সন্ধিস্সথ, তুম্হে কিন্তকানং”তি সমাদপেসি। মনুসসা অন্তনো অন্তনো পহোনকনিয়ামেন “মযং দসনুং দস্সাম।”— “মযং বীসতিয়া”— “মযং সতস্সা”তি আহংসু। উপাসকো— “ভেন হি একস্মিৎ ঠানে সমাগমং কত্তা একতোব পচিস্সাম, সক্বে তিল তডুল সম্পি ফাণিতাদীনী সমাহরথা”তি একট্টাণে সমারাপেসি।

অথস্স একো কুটুম্বিকো সতসহস্সগ্ঘনিকং গম্মকাসাব বথং দত্ত্বা “সচে তে দানবট্টং পন নম্পহোতি ইদং বিস্সজেত্বা যদূনং তং পুরেয়্যাসি। সচে পহোতি যস্সিচ্ছসি তস্স ভিক্ষুনো দদেয়্যাসী”তি আহ। তস্স সবং দানবট্টং পহোসি, কিঞ্চি, উনং, নাহোসি। সো মনুস্সে পুচ্ছি “ইদং অয্যা, কাসাবং একেন কুটুম্বিকেন এবং নাম বত্তা দিন্নং, অতিরেকং জাতং, কস্স নং দেমা”তি? একঞ্চে “সারিপুত্তখেরস্সা”তি আহংসু। একঞ্চে “থেরো সস্সপাক সময়ে আগত্ত্বা গমনসীলো, দেবদত্তো অম্মহাকং মজ্জলামজ্জলেসু সহাযো, উদকমণিকো বিয নিচ্চম্পতিট্টিত্তো, তস্স তং দেমা”তি আহংসু। সম্বহুলিকায কথায়পি “দেবদত্তস্স দাতব্বং”তি বত্তরো বহুত্তরা অহেসং। অথনং দেবদত্তস্স অদংসু। সো তং ছিন্দিত্তা সংবিদহিত্তা রজিত্তা নিবাসেত্তা পারুপিত্তা বিচরতি। তং দিম্মা “নযিদং দেবদত্তস্স অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্তখেরস্স অনুচ্ছবিকং দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং নিবাসেত্তা পারুপিত্তা বিচরতী”তি বদিংসু।

অথকো দিসাবাসিকো ভিক্ষু রাজগহা সাবখিং গত্ত্বা সথারং বন্দিভা কতপটিসম্মারো সথারো দ্বিন্নং অগ্গসাবকানং ফাসু বিহারং পুচ্ছিতো আদিতো পট্ঠায় সৰং তং পবন্তি আরোচেসি। সথা— “ন খো ভিক্ষু, ইদানেবেসো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বথং ধারেতি পুকেহি ধারেসি য়েবা”তি বত্তা অতীতং আহরি :

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেত্তে বারাণসীবাসী একো হথিমারকো হথীং মারেত্তা মারেত্তা দন্তে চ নখে চ অন্তানি চ ঘনমংসঞ্চ আহরিত্তা বিক্কিগত্তো জীবকং কম্পতি।

অথেকসিং অরএঃএঃ অনেকসহস্সা হথী গোচরং গহেত্তা গচ্ছন্তা পচ্চেক বুদ্ধে দিম্বা ততো পট্ঠায় গচ্ছমানা গমনাগমনকালে জনুকেহি নিপতিত্তা বন্দিভা পক্কমন্তি। একদিবসং হথিমারকো তং কিরিয়ং দিম্বা “অহং ইমে কিঞ্চেহ্ন মারেমি, ইমে চ গমনাগমনকালে পচ্চেকবুদ্ধে বদন্তি, কিন্নখো দিম্বা বন্দন্তী”তি চিন্তেত্তো কাসাবন্তি সলংকথেত্তা মযাপিদানি কাসাবং লম্বুং বট্টতী”তি চিন্তেত্তো একস্স পচ্চেক বুদ্ধস্স জাতস্সরং ওরুযহ নহয়েত্তস্স তীরে ঠপিতেসু কাসাবেসু চীবরং খেনেত্তা তেসং হথীনং গমনাগমনমগ্গে সত্তিং গহেত্তা সসীসং পান্নুপিত্তা নিসীদতি। হথী তং দিম্বা পচ্চেকবুদ্ধেতি সএঃএয় বন্দিভা পক্কমন্তি। সো তেসং সৰপচ্ছতো গচ্ছন্তং সত্তিয়া পহরিত্তা মারেত্তা দত্তাদানি গহেত্তা সেসং ভূমিয়ং নিখনিত্তা গচ্ছতি।

অপরভাগে বোধিসত্তো হথিযোনিয়ং পটিসম্মিং গহেত্তা হথিজোট্টো যুথপতি অহোসি। তদপি সো তথৈব করোতি। মহাপুরিসো অন্তনো পরিসায পরিহানিং এত্তা “কুহিং ইমে হথী গতা মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিত্তা—

“ন জানাম সামী”তি বুত্তে—

“কুহিঞ্চি গচ্ছন্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিস্সন্তি, পরিপম্বেহ্ন ভবিতবং”তি চিন্তেত্তা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পান্নুপিত্তা নিসিন্সস সত্তিকা পরিপম্বেহ্ন ভবিতবং”তি পরিসজ্জিত্তা “তং পরিগণ্হিত্তং বট্টতী”তি সকে হথী পুরতো পেসেত্তা সযং পচ্ছতো বিলম্বমানো আগচ্ছতি। সো সেসহথীসু বন্দিভা গতেসু মহাপুরিসং আগচ্ছন্তং দিম্বা চীবরং সংহরিত্তা সত্তিং বিস্সজ্জি। মহাপুরিসো সত্তিং উপট্ঠাপেত্তো, আগচ্ছতো পচ্ছতো পটিক্কমিত্তা সত্তিং বধেহসি। অথনং “ইমিনা ইমে হথী নাসিতা” গণ্হিত্তং পক্কমন্দি। ইতরো একং রক্কং পুরতো কত্তা নিলীযি।

অথনং বুদ্ধেহ্ন সম্মিং সোডায পরিকখিপিত্তা গহেত্তা ভূমিয়ং পোথেস্সামী”তি তেন নীহরিত্তা দস্সিতং কাসাবং দিম্বা “সচাহং ইমস্মিং দুস্সিস্সামি অনেকসহস্সেসু মে বুদ্ধ পচ্চেকবুদ্ধ খীণাসবেসু লজ্জা চ নাম ভিন্ণা ভবিস্সন্তী”তি অধিবাসেত্তা “তযা মে এত্তকা এত্তকা নাসিতা”তি পুচ্ছি।

“আম সামী”তি বুত্তে—

“কস্মা এবং ভারিযং কস্মমকাসি? অন্তনো অননুচ্ছবিকং বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বথং পরিদহিত্তা এবরুপং কস্মং

করোন্তেন ভারিযং তযা কতং”তি এবঞ্চ পন বত্তা উত্তরম্পি নিগ্গণ্হন্তো — অনিক্কসাবো কাসাবং..... স বে কাসাবমরহতী”তি বত্তা “অযুত্তন্তে কতং”তি আহ।

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্তা — “তদা হথিমারকো দেবদত্তো অহোসি, তস্স নিগ্গণ্হকো হথিনাগো অহমেবা”তি জাতকং সমাধানেত্তা “ন ভিক্ষবে ইদানেব পুকেপি দেবদত্তো অন্তনো অননুচ্ছবিকং বথং ধারেসিয়েবা”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি :

“অনিব্বসাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেসসতি,
অপেতো দমসচেন ন সো কাসাবমরহতি।

যো চ বন্তকসাবসস সীলেসু সুসমাহিতো,
উপেতো দমসচেন স বে কাসাবমরহতী”তি।

ছদ্মস্তজাতকেনাপি চ অযমথো দীপেতব্বতি।

তথ – “অনিব্বসাবো”তি কামরাগাদীহি কসাবেহি স্কসাবো। পরিদহেসসতী”তি – নিবাসন পাক্কপন অথারনবসেন – পরিভুক্তিস্‌সতি, পরিদহিস্‌সতী”তি পি পাঠো। “অপেতো দমসচেনা”তি – ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমথসচচ পক্খিকেনবচীসচেন চ অপেতো বিযুত্তো পরিচ্ছত্তোতি অথো। “ন সো”তি – সো এবরূপো পুগ্গলো কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি।

“বন্তকসাবসসা”তি—চতুহি মগ্গেহি বন্তকসাবো ছড়ডিসাবো পহীন কসাবো অস্‌স।

“সিলেসু”তি—চতুপারিসুন্দি সীলেসু।

“সুসমাহিতো”তি—সুট্ট সমাহিতো সুট্টিতো।

উপেতো”তি—ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বন্তপকারেন সচেন চ উপগতো। “স বে”তি সো এবরূপো পুগ্গলো, তং গম্ধকাসাববথং অরহতী”তি।

গাথা পরিযোসানে সো দিসাবাসিকো ভিক্খু সোতোপন্নো জাতো। অএঃএপি বহ সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুনিংসু”তি।
দেসনা মহাজনস্‌স সাথিকা অহোসী”তি।

শব্দার্থ

অনিব্বসাবো – কামরাগাদি কলুষযুক্ত; ধম্মদেসনং – ধর্মদেশনা; সথা – শাস্তা, ভগবান; আরব্‌ভ – কথাপ্রসঙ্গে;
অগ্গসাবকা – অগ্রশ্রাবকগণ; অন্তনো – নিজেদের; আদায – নিয়ে; আপুচ্ছিত্তা – জিজ্ঞেস করে; অগমংসু – গিয়েছিলেন; দানং অদংসু – দান দিয়েছিলেন; অথেক দিবসং – অতঃপর একদিন; আয়ুস্মা – আয়ুস্মান (সম্বোধনার্থে);
অনুমোদনং করত্তো – অনুমোদন করতে করতে; সযং দানং দেতি – নিজে দান দেয়; পরং ন সমাদপেতি – অপরকে দানে উৎসাহিত করে না; নিব্বন্ত নিব্বন্তট্টানে – যেখানে যেখানে অনুগ্রহণ করেন; ভোগসম্পদং – ভোগসম্পদ; একো – একজন, কেউ; সমম্মি – নিজেও; পরম্মি – অপরকেও; কচ্ছিকমম্মি – পাত্তাভাতও; কুচ্ছিপূরং – উদরপূর্ণ;
নিম্পচ্ছাযো – মন্দভাগ্য; সত সহস্‌সেপি – সত সহস্রও; দেসেসি – দেশনা করলেন; তমকো সুত্তা – তা শুনে;
অচুরিয়া – আশ্চর্য; কথিতং – বলা হয়েছে; ছিন্নং – দুই; নিপ্‌ফাদকং কম্মং – তেমন কর্ম; কাতুং বট্‌তি – করতে হবে; গণ্‌থ – গ্রন্থ করুন; নিমত্তেসি – নিমন্ত্রণ করলেন; কিত্তকেহি তে ভিক্খুহি – কতজন ভিক্ষু; অথো – প্রয়োজন; সকেহুং ব – সকলকে; সন্নিং – সহ।

অধিবাসেসি – সম্মত হলেন; নগরবীথিয়ং – নগর পথে; চরত্তো – বিচরণ করতে করতে; নিমত্তিতং – নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; দাতুং – দিতে; সচ্ছিস্‌সথ – সমর্থ হবে; পহেনকনিয়ামেন – সামর্থ্য অনুসারে; দসনুং – দশজনকে; দস্‌সাম – দেব; বীসতিয়া – বিশজনকে; একসিং ঠানে – একস্থানে; সমাগেগং কত্তা – একত্রিত করে; একতোব পচিস্‌সাম – একত্রে পাক করব; সকে – সকলে; তত্তুল – চাউল; সম্পি – ঘি; ফাণিতাদীনি – গুড় প্রভৃতি; সমাহরাপেসি – আনয়ন করলেন; একট্টানে – একস্থানে।

অথস্‌স – অতঃপর; কুট্টম্মিকো – কুটুম্ব, আত্মীয়; সতসহস্‌সপগ্‌ঘনিকং – শত সহস্র মূল্যের; গম্ধকাসাব বথং – সুগন্ধ কাষায় বস্ত্র; সচে – যদি; দানবট্টং – দানীয় দ্রব্য; নম্পহোতি – কম হয়; বিস্‌সজেত্তা – বিক্রয় করে; পুরেয়াসি –

পূরণ করবেন; পাহোসি – পর্যাপ্ত হল; টনং – কম; নাহোসি – হল না; অয্যা – মহাশয়গণ; ছিন্দিভা – ছিড়ে; সংবিদহিতা – সেলাই করে; নিবাসেভা – পরিধান করে; অনুচ্ছবিকং – অনুপযুক্ত; বিচরতি – বিচরণ করছে; দিসাবাসিকো – অন্যস্থানের; বন্দিভা – বন্দনা করে; ফাসু বিহারং – কুশল বার্তা; আদিতো পট্টায – প্রথম থেকে; পবন্তি – বৃন্তান্ত; আরোচেসি – নিবেদন করলেন; ধারেতি – ধারণ করে; হথিমারকো – হস্তীমারক; মারেভা – মেরে; অন্তানি – অন্ত্র; বিক্শিণন্তো – বিক্রয় করে; জীবিকং কপ্পেতি – জীবিকা নির্বাহ করে; অরঞ্ঞে – অরণ্যে; পচ্চেকবুন্ধে – পচ্চেক (প্রত্যেক) বুন্ধকে; জমুকেহি নিপতিভা – জানু নত করে; তং কিরিয়ং – সেই কার্য; বন্দিভা পক্কমন্তি – বন্দনা করে চলে যেত; জাতস্বরং – সরোবরের; নহায়ন্তস – স্নান করতে; যেনেভা – চুরি করে; সসীসং পারপিত্তা – নিজের মস্তক আবৃত করে; পহরিভা – আঘাত করে; ভুমিয়ং নিখনিভা – ভূমিতে পুতে; পটিসম্মিং গহেভা – জন্মগ্রহণ করে; যুথপতি – দলনেতা; পরিসায় – দল; পরিহানিং – পরিহানি; কোহিং – কোথায়; পরিসজ্জিতা – আশংকা করে; সতিং উপট্টাপেত্তো – সাবধানের সাথে; পক্কমন্দি – অগ্রসর হলেন; সোভায় – শুভ; পরিকখিপিভা – জড়িয়ে ধরে; ধারেসিয়েব – ধারণ করেছিল; অযমথো – আরও; দীপেত্তকো – প্রকাশ করা উচিত; সুটটিভো – সুস্থিত।

সারমর্ম

ভগবান বুন্ধ জেতবনে বাস করবার সময় দেবদত্তের উপাখ্যানটি 'কে কাষায় বস্ত্র (চীবর) ধারণের অনুপযুক্ত' – এ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

সারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন – অগ্রশ্রাবকদ্বয় প্রত্যেকে পাঁচশত শিষ্যসহ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। রাজগৃহবাসী সামর্থ্য অনুযায়ী আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে ভিক্ষাদান করে। সারিপুত্র স্থবির পুণ্য অনুমোদন করবার সময় দানের সুফল সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দেন। যে দান করে অথচ অপরকে উৎসাহিত করে না; তার ভোগসম্পদ লাভ হয়। কিন্তু পরিজন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। আর যে নিজে দান করে এবং অন্যকেও দান দিতে বলে তার উভয় সম্পদ লাভ হয়।

এ উপদেশ শুনে এক উপাসক সারিপুত্র স্থবির ও মৌদগল্যায়নসহ সকল ভিক্ষুকে তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। উপাসক তার দানক্রিয়ার কথা রাজগৃহের সবাইকে জানালেন এবং যে যা পারে সেরূপ দান দিতে উৎসাহিত করেন।

কেউ দশজনের, কেউ একশত জনের এমনি করে প্রচুর দানসামগ্রী এল। উপাসক সবাইকে একত্রিত করে এক জায়গায় রান্না করালেন। তাঁর এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাষায় বস্ত্র দান দিয়ে উপাসককে বললেন, 'যদি দানীয় জিনিষের অভাব হয় তাহলে এটা বিক্রি করবেন। আর সংকুলান হলে যে ভিক্ষু ইচ্ছা করেন তাঁকে দেবেন।' দানসামগ্রী বেশি হওয়ায় সেটা বিক্রি করার দরকার হল না। কোনো কোনো উপাসক চীবরখানি সারিপুত্র স্থবিরকে দিতে বললেন। আবার কেউ দেবদত্তকে দিতে বললেন। অধিকাংশ উপাসক দেবদত্তকে দিতে বলায় তাঁকে দেওয়া হল।

দেবদত্ত চীবরখানি পরিধান করে বিচরণ করবার সময় অনেকে মন্তব্য করলেন, চীবরখানি দেবদত্তের যোগ্য নয়, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য। একজন ভিক্ষু বুন্ধ দর্শনে শ্রাবস্তী গিয়েছিলেন। শাস্তা অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এ ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। বুন্ধ বললেন, দেবদত্ত শুধু বর্তমান জন্মে অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করছে না পূর্বেও করেছিল। এ বলে শাস্তা তার অতীতের কথা বলতে লাগলেন।

সুদূর অতীতে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে হস্তী মেরে জীবিকা-নির্বাহ করত। সেই সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্ম নিয়ে বহু হস্তীর দলপতি হয়েছিলেন। দলসহ বিচরণ করবার সময় এক পচ্চেক বুন্ধকে দেখে হস্তীরাজ নতজানু

হয়ে বন্দনা করলেন। হস্তিব্যাধ তা দেখে চীবর পরিধান করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। হস্তীরা তাকে বন্দনা করে চলে যেত। ব্যাধ শেষের হস্তীকে মেরে নিয়ে যেত। এভাবে দলের হাতি-কমে যেতে দেখে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন। একদিন তিনি সকলের পেছনে রইলেন। অন্যান্য হাতি ভিক্ষু বেশধারী হস্তিয়ারককে বন্দনা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষে বোধিসত্ত্বের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। মহাসত্ত্ব সাবধানে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন। পরে তিনি শূড়ের দ্বারা হস্তী মারককে বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে মেরে ফেলতে চাইল। কিন্তু কাষায় বস্ত্র ধাকাতে তাকে মারল না। তার একপ গুরুতর কার্য করার জন্য ভবসনা করলেন। সেই হস্তীমারকই ছিলেন দেবদত্ত।

বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে দেবদত্তের অযোগ্য কাষায় বস্ত্র ধারণ করার জন্য নিম্নের দুটি গাথা ভাষণ করেছিলেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

১। যে কামরাগাদি কলুষযুক্ত হয়ে গৈরিক বসন ধারণ করে, অথচ সত্য ও দমগুণ থাকে না সে গৈরিক বসনের অনুপযুক্ত।

২। যিনি কলুষযুক্ত, শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংযত ও সত্যপরায়ণ তিনিই গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত।

টীকা

দেবদত্ত

দেবদত্ত ছিলেন দেবদহ নগরের কোলিয়রাজ অঞ্জনের নাতি। পিতার নাম সুপ্রবুদ্ধ। যশোধরার খুড়তুতু ভাই। তিনিও ভদ্রিয়, আনন্দ, উপালি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে প্রবজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঋষিবলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতেন। বুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ অজাতশত্রুকে নিজের পক্ষে এনেছিলেন। বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থানের সময় তাঁকে হত্যার জন্য দেবদত্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন। তাতেও সফলতা লাভ করতে না পেরে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় নালাগিরি নামক মদমত্ত হস্তি লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর অনুগত ভিক্ষুদের নিয়ে পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ সজ্ঞের ক্ষতিকর সেই পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেননি। ফলে সংঘভেদ করে পাঁচশত অনুগত ভিক্ষু নিয়ে গয়াশীর্ষ নামক পর্বতে চলে যান। সংঘভেদ গুরুতর অপরাধ। মৃত্যুর পূর্বে দেবদত্ত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধের নিকট ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করার জন্য গয়াশীর্ষ পর্বত থেকে জেতবন অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রাবস্তীর জেতবনের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান ও জল পান করার জন্য মগধ থেকে অবতরণ করলে পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেবদত্ত মৃত্যুবরণ করে নরকে গমন করেন।

ধম্মপদটীকথা

এটি বিরাট গ্রন্থ। ধর্মপদের মূল গ্রন্থের অর্থকথা হিসেবে স্বীকৃত। এর অন্তর্গত ৪২৩টি গাথারই অটীকথা রচিত হয়েছে এবং ২৬টি বর্ণে বিভক্ত। ধম্মপদটীকথার প্রত্যেক গল্পকে গঠন পদ্ধতি অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন- ১. মূলগাথা যার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত; ২. যাকে উপলক্ষ করে গল্পটি বলা হয়েছে; ৩. বর্তমান গল্প বা পছন্দ বস্তু; ৪. ঘটনার অবতারণাসূচক গাথা; ৫. প্রত্যেক গাথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা; ৬. ধর্মদেশনার ফল; ৭. অতীত কাহিনী ও ৮. পাত্র-পাত্রী পরিচিতি।

বলতে গেলে জাতকের পাঁচটি অংশের মতই মনে হয়। জাতক ও ধম্মপদটীকথার পার্থক্য এই যে, জাতকের গল্পে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ধম্মপদটীকথায় শ্রাবক বা বুদ্ধশিষ্যদের পূর্বজীবনের কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এটিকে অপদানের সমপর্যায় বলা যায়। তখনকার ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির উপাদান হিসেবে ধম্মপদটীকথার গুরুত্ব অপরিমিত।

সুমনাদেবীয়া বথু

“ইধ নন্দতী” তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সুমনাদেবীং আরব্ভ কথেসি।

সাবথিযং হি দেবসিকং অনাথপিভিকসুস গেহে ত্বে ভিক্কুসহস্সানি ভুঞ্জন্তি। তথা বিসাখায মহাউপাসিকায। সাবথিযং চ যো যো দানং দাতুকামো হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্তাব করোতি। কিং ধারণা? তুম্কাং দানগৃগং অনাথপিভিকো বা বিসাখা বা আগতা”তি পুচ্ছিত্তা “নাগতা”তি বুদ্ধে সতসহস্সং বিস্সজ্জেক্তা কতদানম্পি “কিং দানং নামেতং” তি গরহন্তি। উভোপি তে ভিক্কুসহস্স রুচিং চ অনুচ্ছবিক-কিচ্চানি চ অতিবিয জানন্তি।

তেসু বিচারেণ্তেসু ভিক্কু চিত্তরূপং ভুঞ্জতি, তস্মা সবেব দানং দাতুকামা তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি। ইতি তে অন্তনো ঘরে ভিক্কু পরিবিসিতং ন লভন্তি। ততো বিসাখা — “কো নু খো মম ঠানে ঠত্বা ভিক্কুসহস্সং পরিবিসিস্সতী”তি উপধারেন্তী পুত্তসু ধীতরং দিস্বা তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি। সা তস্সা নিবেসনে ভিক্কুসহস্সং পরিবিসতি। অনাথপিভিকোপি মহাসুভদং নাম জেট্ঠধীতরং ঠপেসি। সা ভিক্কুনং বেয়াবচ্চং করোন্তী, ধম্মং সুগন্তী’ সোতাপন্না হত্বা পতিকুলং অগমাসি। ততো চুল্ল?সুভদং ঠপেসি। সাপি তথৈব করোন্তী, সোতাপন্না হত্বা পতিকুলং গতা।

অথ সুমনাদেবীং নাম কণিট্ঠ ধীতরং ঠপেসি। সা পন সকদাগামিফলং পত্বা কুমরিকাব হত্বা তথারূপেন অফাসুথেন আতুরা আহরুপচ্ছেদং কত্বা পিতরং দট্টুকামা হুত্বা পক্কোসাপেসি। সো একস্মিং দানম্লে তস্সা সাসনং সুত্বাব আগন্তা “কিং অম্ম সুমনে”?— তি আহ।

সাপি নং আহ— “কিং তাত কণিট্ঠভাতিকা”তি?

“বিম্পলপসি অম্মা”তি? “ন বিম্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি। “ভাযসি অম্মা”তি? “ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা”তি।

এত্কং বত্বাযেব পন সা কালমকাসি। সো সোতাপনোপি সমানো সেট্ঠধীতরি উম্পন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোত্তো ধীতু সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদন্তো সথু সন্তিকং গন্তা “কিং গহপতি, দুক্কখি দুম্মনো অস্সমুখো বুদ্ধমানো উপাগতোসী” তি বুদ্ধে—

“ধীতা মে ভন্তে। সুমনাদেবী কালকতা”তি আহ।

“অথ কস্মা সোচসি? ননু সবেবসং একংসিকং মরগং”তি?

“জানামেতং ভন্তে, এবরূপা পন মে হিরোত্তপসম্পন্না ধীতা, সা মরগকালে সতিং পচচুপট্ঠাপেতুং অসক্কোত্তী বিম্পলপমানা মতাতি মে অনপ্পকং দোমনস্সং উম্পজ্জতী”তি।

কিং পন ভায কথিতং মহাসেট্ঠী” তি?

অহং তং ভন্তে, অম্ম সুমনে”তি আমন্তেসিং, অথ মং আহ“কিং তাত কণিট্ঠ ভাতিকা” তি? ততো বিম্পলপসি অম্মা” তি?

“ন বিম্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা” তি। ভাযসি অম্মা” তি?

“ন বিম্পলপামি কণিট্ঠভাতিকা”তি ভাযসি অম্মা”তি।

“ন ভাযামি কণিট্ঠভাতিকা” তি। এত্কং বত্বা কালমকাসী”তি।

অথনং ভগবা আহ— “ন তে মহাসেট্ঠি ধীতা বিম্পলপতী”তি।

“অথ কস্মা এবমাহা”তি?

“কণিট্ঠপায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলহি তথা মহল্লিকা, তুং হি সোতাপনো, ধীতা পন তে সকদাগামিনী; সা

মগ্গফলেহি মহল্লিকতা এবমাহা"তি।

"এবং ভন্তে"তি?

"এবং গহপতী"তি।

"ইদানিং কুহি নিক্কতা ভন্তে"তি?

তুসিতভবনে গহপতী"তি বুন্তে-

"ভন্তে মম ধীতা ইধ এগতকানং অন্তরে নন্দমানা বিচরিত্বা ইতো গত্ত্বাপি নন্দনট্টাণেযেব নিক্কতা"তি?

অর্থনং সখা - "আম গহপতি, অম্মমত্তা নাম গহট্টা বা পবজিতা বা ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দতি য়েবা"তি বত্তা ইমং গাথমাহ :

"ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুএঃএঃ উভযথ নন্দতি,

পুএঃএম্মে কতন্তি নন্দতি ভিয়ো নন্দতি সুগ্গতিং গতো"তি।

তথ - "ইধা"তি - ইধলোকে কম্মনন্দনে নন্দতি।

"পেচ্চা"তি - পরলোকে বিপাক নন্দনে নন্দতি।

"কতপুএঃএঃ"তি নানস্পকারসু পুএঃএসু কত্তা।

"উভযথা"তি ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপন্তি নন্দতি; পরথ বিপাকং অনুভবন্তো নন্দতি।

"পুএঃএম্মে"তি-ইধ নন্দতো পন পুএঃএম্মে কতন্তি সোমনসসমত্তকেন বা কম্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি।

"ভীয়ো"তি-বিপাক নন্দনে পন সুগতিং গতো সত্তপএঃএসু বসসকোটিয়ো সট্ঠিঞ্চ বসসতহসুসানি দিবসসম্পত্তিং অনুভবন্তো তুসিতপুরে অতিবিয নন্দতী"তি।

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপন্নদযো অহেসুং। মহাজনসু সাথিকা ধম্মদেসনা জাতা"তি।

শব্দার্থ

নন্দতি - নন্দিত হয়; বিহরন্তো - অবস্থান করবার সময়; ষ্ঠে ভিক্ষু সহসুসানি - দুই হাজার ভিক্ষু; ভুজ্জতি - ভোজন করেন; পেহে - গৃহে; সাবখিযং - শ্রাবস্তীতে; দাতুকামো - দিতে ইচ্ছা করা; তেসং উত্তিনুং - তাদের দুজনের; কিং কারণা - কী কারণ; দানগুং - দানকার্য; নাগতা - আসেন নি; পুজ্জিত্বা - জিজ্ঞেস করে; রুচিং - অতিক্রম; গরহন্তি - উপহাস করে; অনুচ্চবিক কিচ্চানি - অনুরূপ কাজ; অতিবিয - অত্যন্ত; দুক্কখি দুম্মনো - দুঃখিত মনে; বুদ্ধমানো - কাঁদতে কাঁদতে; অগ্গমুখো - অগ্রমুখে; বিচরেত্তেসু - বিচরণ করেন; চিত্তরুপং - যথাক্রম; তম্মা - তাই; গহেত্তাব - ইচ্ছায়; পরিবিসিতং - পরিবেশন করতে; উপধারেত্তি - উপযুক্ত মনে করে; ঠপেসি - নিযুক্ত করলেন; নিবেসনে - ঘরে; জেট্ঠধীতরং - জ্যেষ্ঠ কন্যা; বেয্যাবচ্চং - পরিচর্যা; পতিকুলং - স্বামীর গৃহে; সাপি - তিনিও; তথৈব - সেরূপ; সোতাপন্না - স্রোতাপন্ন; কণিট্ঠ - ছোট; পত্তা - প্রাপ্ত হয়ে, লাভ করে; আতুরা - রোগ; আহাবুপচ্ছেদং - আহারে অনিচ্ছা; দট্ঠকামা - দেখতে ইচ্ছা; পক্কোসাপেসি - ডেকে পাঠালেন; অম্মা - মা (সম্বোধনার্থে); ন বিম্পলপামি - প্রলাপ বকছি না; ভাযসি - ভয় পাচ্ছি; এত্তকং - এতদূর; উম্পন্নসোকং - উৎপন্ন শোক; অধিবাসেত্তং - সম্বরণ করতে, অনুমোদন করতে; অসক্কোত্তো - অসমর্থ হয়ে; সরীরকিচ্চং - অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শেষকৃত্য; সন্তিকং - নিকটে; গহপতি - গৃহপতি; উপাগতোসি - আসছে; কালকতা - মারা গেছে; কস্মা - কেন; সোচসি - অনুশোচনা করছ; একংসিকং - একান্ত; জানামেত্তং - তা তো জানি; হিরোত্তসম্পন্নো - লজ্জাশীল; সতিং পচ্ছপট্টাপেত্তং - স্মৃতি ঠিক রাখতে; মহাসেট্ঠী - মহাশ্রেষ্ঠী, অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি; ভাতিকা - ভ্রাতা; কণিট্ঠভায়েব - কনিষ্ঠ বলে; মহল্লিকা - বড়, বৃদ্ধ; এবমাহ - এরূপ বললেন; কোহিং - কোথায়; নিব্বত্তা - উৎপন্ন হয়েছে; এগতকানং - জ্ঞাতীদের মধ্যে; অন্তরে

নন্দমানা — আনন্দ মনে; নন্দনট্টানেষেব — আনন্দময় স্থানে; অম্পমত্তা — অপ্রমত্ত হয়ে; পবজিতা — প্রব্রজিত; ইধনন্দতি — ইহলোকে আনন্দিত হয়; কতপুঞ্জেরা — কৃতপুণ্য; নানস্পকারসস — নানাপ্রকারের; পরথ বিপাকং — রলোকে কর্মফল; সোমনসসমন্তকেন — সৌম্য অর্থাৎ আনন্দ দ্বারা বর্ধিত।

মর্মার্থ

শ্রাবস্তীতে অনাথপিড়িক ও মহা-উপাসিকা বিশাখা প্রত্যেকের ঘরে দৈনিক দুই হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন। শ্রাবস্তীতে যারা দান দিতেন তাঁরাও অনাথপিড়িক ও বিশাখার সময় নিয়ে দানকার্য করতেন। কারণ, তাঁরা দুজন দানকার্যে উপস্থিত থাকলে ভিক্ষুসংঘ পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করতেন এবং দাতারাও আনন্দ পেতেন। সেই কারণে তাঁদের দুজনের গৃহে তাঁরা ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করতে পারতেন না। অন্যদের দানক্রিয়ায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন।

ভিক্ষুসংঘের পরিচর্যার সুবিধার্থে বিশাখা তাঁর পুত্রের কন্যাকে উপযুক্ত মনে করে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করার জন্য নিযুক্ত করলেন। অনাথপিড়িকও তাঁর মেয়ে মহাসুভদ্রাকে নিযুক্ত করলেন। মহাসুভদ্রা ধর্মকথা শুনে শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন এবং পরে স্বামীর ঘরে চলে গেলেন। তারপর ছোটমেয়ে সুভদ্রার ওপর কাজের ভার দিলেন। তিনিও বিয়ের পর শুরুরায়ে স্বামীর ঘর করতে লাগলেন। ফলে সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে সুমনাদেবীকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি সকৃদাগামী ফল লাভ করেন এবং কুমারী অবস্থাতেই ছিলেন।

এ সময় তাঁর রোগ হয়। রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যান। মৃত্যুকাল আসন্ন দেখে পিতাকে সংবাদ দিলেন। তখন অনাথপিড়িক ছিলেন অন্য নিমন্ত্রণ-গৃহে। তিনি মেয়ের রোগসংবাদ শুনাই চলে এলেন। এসে মেয়েকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের কথোপকথনে মেয়ে পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করলেন। পিতা মনে করলেন, মেয়ে যেন তার সাথে প্রলাপ বকছে। ভয় পেয়েছে কিনা পিতা তার জন্য চিন্তিত হলেন। কিন্তু মেয়ে ভয় পায়নি বলে পিতাকে জানিয়ে দিল। এতদূর বলেই সুমনা দেবীর মৃত্যু হল। শ্রেষ্ঠী শ্রোতাপন্ন হলেও মেয়ের মৃত্যু শোক সম্বরণ করতে পারলেন না। মেয়ের শেষকৃত্য সমাপন করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ অনাথপিড়িকের দুঃখিত মন দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শ্রেষ্ঠী তাঁর মেয়ে সুমনাদেবীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। 'সকলের মৃত্যু অনিবার্য' এ বিষয় স্মৃতি করবার জন্য বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে উপদেশ দিয়ে সংযত করলেন। মৃত্যুকালে সুমনাদেবী পিতাকে 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা' সম্বোধন করাতো তা তিনি বুদ্ধকে নিবেদন করলেন এবং পুণ্যবতী মেয়ের মৃত্যুকণ ক্লিষ্ট হবে তা নিয়ে ভাবিত হয়ে বুদ্ধকে জানালেন।

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, সুমনাদেবী আনন্দময় স্থান তুষিত ভবনে উৎপন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে সে প্রলাপ বকে নি। শ্রেষ্ঠী শ্রোতাপত্তি ফললাভী এবং মেয়ে সকৃদাগামিনী বলে সে মার্গফলের দ্বারা বড় বলে এরূপ বলেছে। এ কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ যে গাথাটি বলেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই আনন্দিত হন।

আমার দ্বারা পুণ্যকর্ম করা হয়েছে, এটা স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হন

এবং সুগতিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আরও পরমানন্দ লাভ করেন।

টীকা

অনাথপিড়িক

তিনি বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুমন শ্রেষ্ঠী। অনাথপিড়িকের বাল্য নাম ছিল সুদত্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অনাথ-আতুর তাঁর গৃহ থেকে ফিরে যেত না। সেজন্য তাঁকে 'অনাথপিড়িক' বলা হত। তিনি এ নামেই সমধিক খ্যাত। তিনি বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনেক অবদান রেখেছেন। শ্রাবস্তীর জৈতবন বিহার তাঁরই দান। এ বিহার নির্মাণ করার জন্য তিনি আঠার কোটি টাকা স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। এ বিহারেই বুদ্ধ উনিশ বর্ষা অতিবাহিত করেছিলেন।

সুমনাদেবী

তিনি শ্রাবস্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুদত্ত যিনি অনাথপিড়িক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বলে তাঁকে পরিবারের সবাই আদর করত। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের ধর্মদেশনা শ্রবণকালে স্কৃদাগামী ফল লাভ করেন। সর্বদা ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচর্যা করতেন। মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। দেবদত্তস্ব বধু (১) এর সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
- ২। দেবদত্তের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৩। দেবদত্তের উপাখ্যানের আলোকে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
- ৪। 'সুমনাদেবীয়া বধু'র বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
- ৫। সুমনাদেবী কে ছিলেন? পিতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা দাও।
- ৬। ধম্মপদটীকথা'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

খ. সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

- ১। দেবদত্ত কে ছিলেন? তাঁর স্বভাব কীরূপ ছিল?
- ২। শ্রাবস্তীর লোকেরা কীভাবে দানকার্য সম্পন্ন করতো? সেই দানকার্যে অনাথপিড়িক ও বিশাখার ভূমিকা কীরূপ ছিল?
- ৩। সুমনাদেবীর মৃত্যুর দৃশ্যটি সংক্ষেপে বল।
- ৪। নিচের গাথাটির বাংলা অনুবাদ কর :
'যো চ বন্তকসাবসু সীলসু সুসমাহিতা,
উপেতো দমসচেনসবেকাসাবমরহতী'তি'।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

অনাথপিড়িক শ্রেষ্ঠী, মহাউপাসিকা বিশাখা।

- ৬। "অনিব্বসাবো"তি - এই ধর্মদেশনা বুদ্ধ কোথায়, কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

সাবথিয়ং হি ————— অনাথপিণ্ডিকস্ গৃহে দে ভিক্ষুসহস্রসানি —————
 তথা বিসাখ্য ————— । সাবথিয়ং চ যো যো দানং ————— হোতি সো ।
 সো তেসং উত্তিন্নং ————— লভিত্বাব করোতি ।

ঘ. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। দেবদত্তের উপাখ্যানটি বুদ্ধ কোথায় দেশনা করেছিলেন?

- | | |
|------------|------------|
| ক. রাজগৃহে | খ. সারনাথে |
| গ. বেনুবনে | ঘ. জেতবনে |

২। যে দান করে অর্থচ অপরকে উৎসাহিত করে না, তার শ্রুধু কী লাভ হয়?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. ভোগসম্পদ | খ. পরিজনসম্পদ |
| গ. উভয়সম্পদ | ঘ. মিত্রসম্পদ |

৩। পূর্বজন্মে দেবদত্ত বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করে কিসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. মাছ ধরে | খ. পাখি শিকার করে |
| গ. ব্যবসা করে | ঘ. হস্তী মেয়ে |

৪। তখন হস্তীর দলপতি কে ছিলেন?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. আনন্দ | খ. দেবদত্ত |
| গ. বোধিসত্ত্ব | ঘ. মহাকাশ্যপ |

৫। 'নিম্পচ্ছয়ো' শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. সৌভাগ্য | খ. মন্দভাগ্য |
| গ. দুর্ভাগ্য | ঘ. হতভাগ্য |

৬। 'বেয়্যাবচ্চং' শব্দের বাংলা কী?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. বোধিচর্চা | খ. পরিচর্যা |
| গ. পরচর্চা | ঘ. জ্ঞানচর্চা |

৭। মহাউপাসিকা বিশাখা দৈনিক কত হাজার ভিক্ষুকে ভোজন করাতেন?

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. এক হাজার | খ. দুই হাজার |
| গ. তিন হাজার | ঘ. চার হাজার |

৮। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর আসল নাম কী?

- | | |
|------------|------------|
| ক. সুদত্ত | খ. জিনদত্ত |
| ঘ. জয়দত্ত | ঘ. সোমদত্ত |